মেঘনাদবধ কাব্য
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নবম সর্গ

৩০ জানুয়ারী ২০০৭
(Last updated: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)
http://www.iopb.res.in/~somen/madhu.html

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।

কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
শুধিলা সারণে লক্ষি;—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?"

কর পুটি মন্ত্রিবর, উত্তরিলা খেদে!—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়া সংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে!"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্য দোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব;—কহিও শূরে,— 'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে

তব কাছে, –তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এদেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম পাল রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীর যোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রি বর, রামের শিবিরে।"

বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির–কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত–দুর্ধর্ষ সংগ্রামে,–
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী!

কহিল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহ ত্বরা;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে, সঙ্গীদল সহ;–
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"

আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"

প্রবেশি শিবিরে তবে সরণ কহিলা —
(বন্দি রাজপদযুগে) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে, –'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম পাল, রঘুপতি!–
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে;—
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।"

উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্মকর্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্মিক!" এতেক কহি নীরবিলা বলী।

নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি;–
"নরকুলোত্তম তুমি রঘুকুলমণি;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী;

নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?”

প্রসাদ পাইয়া দ্রুত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে শুধিলা মৈথিলী,—
“কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি শুধি চেড়িদলে।

বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিনী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!”

কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে,—
“তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্বুর-ঈশ্বরী বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে — অজেয় জগতে!”

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—“সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রিকেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকারধ্বনি, সখি।”— কহিলা সরমা
সুবচনী,—“কর্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি। সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে— এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি

রাবণের অনুরোধে;— দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—-
বিদরে হৃদয়, সাধি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হর-কোপানলে
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?”

কাঁদিলা রাক্ষস বধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা — সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত। কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!” –“দোষ তব”–শুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল— “কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?” কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা — দুঃখী পর-দুঃখে।

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি।
নীরবে পতাকিকুল। সর্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!

বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে;— কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্যপানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে!
হায় রে, কোথা সে হাসি— সৌদামিনী-ছটা!
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্বভেদী? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,

শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে!
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,— অসি, চর্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমুল্য রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে,— মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে — গিরিশৃঙ্গসম!
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী!

বাহিরিলা মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জন-অন্তে!— কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহা ক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ শঙ্খ, চক্র, গদা—
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতি গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর, কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ; শুখায় রে লতা,
সয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে।
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ;— বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরি,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধারে রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে!
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্বকথা স্মরি মনে কর্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"

দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল;— ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ; অলকার পতি;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা— "লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এসব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"— হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী,—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!

মুহূর্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে,—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে; যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি – বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধু! বৃথা আশা! পুর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?" শুধিবে
যবে রানী মন্দোদরী,— 'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?' —
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
লড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জনে
গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ, ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্বতকন্দরে।
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে।
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে;

"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!" চরণযুগ ধরিলা জননী।

সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধুর্জটি;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজভালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"

আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী;
"পবিত্রি, হে সর্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী

দিব্যমুর্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি;
পুরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে!
দুগ্ধাধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস! পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদ বধে কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।

বাংলা থেকে রোমান হরফ, কাগজে:

অমিতা ভট্টাচার্য্য
কাগজ থেকে হার্ড-ডিস্ক

সংযুক্তা কাঁহার
http://www.iopb.res.in/~somen/madhu.html
email:somen@iopb.res.in